

আল্লাহ প্রদত্ত একটি বরকতময় ভবিষ্যতবাণী

গাজওয়াতুল হিন্দ

প্রফেসর ড. ইসমতুল্লাহ



ভাষান্তর
মোল্লা আবু খাওলা

আল্লাহ প্রদত্ত একটি বরকতময় ভবিষ্যদ্বাণী

গাজওয়াতুল হিন্দ

মূল

প্রফেসর ড. ইসমতুল্লাহ

প্রভাষক: লাহোর ইউনিভার্সিটি

পাকিস্তান

ভাষান্তর

মোল্লা আবু খাওলা বাংলাদেশী

প্রকাশনায়

دار الامان ان ڈیا



গাজওয়াতুল হিন্দ
প্রফেসর ড. ইসমতুল্লাহ

ভাষান্তর
মোল্লা আবু খাওলা বাংলাদেশী

প্রকাশনায়
دار الامان ان ڈیا

নির্ধারিত মূল্য : ৩৫ টাকা মাত্র



জান্নাত তরবারির ছায়াতলে

হজরত আবু বকর ইবনে আবু মুসা আশ‘আরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই অবস্থায় বলতে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ার নিচে। একথা শুনে এক বিক্ষিপ্ত চেহারাধারী ব্যক্তি দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আবু মুসা! এ কথা কি আল্লাহর রাসূল থেকে নিজ কানে শুনেছেন? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! ঐ ব্যক্তি তার সাথীদের দিকে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে বিদায়ী সালাম করলেন। অতঃপর নিজের তরবারির খাপ ভেঙ্গে ফেলে দিলেন এবং তরবারি নিয়ে শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

[সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ১৯০২]



অর্পণ

নাফ নদীর ওপারে বার্মার আরাকানে শত-শত বছর ধরে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম জুলুম-নির্যাতনের শিকার অসহায়-মজলুম রোহিঙ্গাদের মুক্তির সংগ্রামে শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করে জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে আরাকানের দুর্গম পাহাড়ের সবুজ ভূমিতে চির নিদ্রায় শায়িত ১২ জন বাংলাদেশী বীর শহীদের মর্যাদা ও দারাজাত বুলন্দির উদ্দেশে এবং বর্তমানেও যারা সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর মাড়িয়ে তাদের দেখিয়ে যাওয়া রক্তপিচ্ছিল পথের নির্ভিক সহযাত্রী হয়ে রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে আনার জিহাদে সদা তৎপর সে সকল মুজাহিদের খিদমতে আমার এই ক্ষুদ্র নিবেদন।

—অনুবাদক



সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা	৭
পূর্ব কথা	৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	১১
গাজওয়াতুল হিন্দ	১১
আল্লাহ প্রদত্ত একটি বরকতময় ভবিষ্যদ্বাণী	১১
১. অতীতে সংঘটিত কিংবা বাস্তবায়িত গাজওয়াসমূহ!	১১
২. ভবিষ্যদ্বাণীকৃত গাজওয়াসমূহ!	১২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১৫
গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে নববী ভবিষ্যদ্বাণী	১৫
১. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর প্রথম হাদিস	১৫
২. হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস	১৮
৩. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় হাদিস	১৯
৪. হজরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস!	২১
৫. হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস	২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২২
গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসসমূহ থেকে উদ্ভাবিত শিক্ষা ও ইঙ্গিতসমূহ ২২	
১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের প্রথম শর্ত	২২
২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের আন্তরিক মুহাব্বত	২৩
৩. সাহাবায়ে কেরামদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস	২৪
৪. সিন্দের অস্তিত্ব	২৪
৫. হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব	২৪
৬. সিন্দ আরবের পাশে এবং তার উপর আক্রমণ হবে গাজওয়াতুল হিন্দেরও পূর্বে	২৪

৭. সিন্দ এবং হিন্দ উভয়টির উপর কাফিরদের দখলদারিত্ব	২৫
৮. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল হক সম্পর্কে অবগত ছিলেন	২৫
৯. সিন্দ ও হিন্দের ইতিহাস	২৫
১০. অদৃশ্য সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী	২৫
১১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ	২৬
১২. বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে পাওয়া এবং মসজিদে আকসা মুক্ত হওয়ার সুসংবাদ	২৬
১৩. জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে	২৭
১৪. জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় প্রকারই হতে পারে	২৭
১৫. শত্রুদের পরিচয়	২৭
১৬. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে হিন্দুস্তানের আলোচনা	২৮
১৭. গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা	২৮
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার	২৯
১৯. এটা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারও বটে	২৯
২০. যুদ্ধ-জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা	২৯
২১. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিরোধ	৩০
২২. গাজওয়াতুল হিন্দে সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত	৩০
২৩. গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদদের ফজিলত	৩০
২৪. হিন্দুস্তানের মুজাহিদদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ	৩১
২৫. শেষ যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ	৩১
২৬. গনীমতের সম্পদের সুসংবাদ	৩১
২৭. সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতের সুসংবাদ	৩১
২৮. হিন্দুস্তান টুকরো টুকরো হবে	৩২



অনুবাদকের কথা

সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে তাঁর খলিফা বানিয়ে খিলাফতের মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। লাখো-কোটি দুরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানব আমিরুল মুজাহিদিন, নবীউস-সাইফ, নবীউল মালাহিম রাহমাতাল্লিল আলামিন সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি বারবার শাহাদাতের আকাজ্জ্বা প্রকাশ করে এবং নিজে স্বশরীরে জিহাদ ও কিতালের রণাঙ্গনে নিজ দেহের পবিত্র খুন প্রবাহিত করে উম্মতকে সকল তাগুতের উৎখাত করে কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফত প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনুশীলন ও কর্ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেছেন। অগণিত রহমত ও অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক সকল সাহাবায়ে কেরাম এবং শুহাদায়ে কেরামের আরওয়াহ মুবারকে।

সুপ্রিয় পাঠক! আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে বদরের ময়দান থেকে কোষমুক্ত তরবারি হাতে দীনে হক তথা ইসলামকে বিজয়ী করার মানসে রক্তপিচ্ছিল যে কাফেলাটির অপরাজেয় অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা আজও চলমান। বর্তমান আফগান-কাশ্মীর, ইরাক-সিরিয়া ও ইয়ামান-ফিলিস্তিনসহ রক্তাক্ত মুসলিম বিশ্বই যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আকায়ে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সেই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। দীনে হকের পতাকাবাহী একটি কাফেলা সর্বদাই তাদের কলিজার খুন প্রবাহিত করে জিহাদ-কিতালের রক্তাক্ত ঝাণ্ডাকে উড়াতে থাকবে। কোন জালিমের জুলুম এবং ইনসাফকারীর ইনসাফ কোনকিছুই তাদের এই অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে পারবে না। সেই অপ্রতিরুদ্ধ কাফেলারই এক অভিন্ন বরকতময় অভিযানের নাম “গাজওয়াতুল হিন্দ।” যার সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই দেড় হাজার বছর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। শুধু ভবিষ্যদ্বাণী

করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে উদ্ধৃত করে তাদের কাছ থেকে বরকতময় এই অভিযানে অংশগ্রহণের অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছেন এবং তাতে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদদের জন্য বিজয় ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মহান সুসংবাদও শুনিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত মহা সুসংবাদপ্রাপ্ত এই গাজওয়াটির পরিচয় কী? কীভাবে চিনবো এই গাজওয়া? কবে এবং কোথায় সংঘটিত হবে এই গাজওয়া এবং সর্বশেষ কোথায় গিয়ে থামবে এই বিজয়ী বাহিনীর অগ্রযাত্রা?

হ্যাঁ! সম্মানিত পাঠক! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদীসের আলোকে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর নিয়েই রচিত বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি। মূল্যবান এই পুস্তিকাটি রচনা করেছেন পাকিস্তানের লাহোর ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য প্রভাষক মুহতারাম প্রফেসর ড. ইসমতুল্লাহ।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন বই-পুস্তক আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাভাষী অনুসন্ধানী পাঠকদের জ্ঞানের তৃষ্ণাকে নিবারণ করে গাজওয়াতুল হিন্দের মুবারক অভিযান সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করার মাধ্যমে সেই মহান বরকতময় গাজওয়ায় আমি অধম ও অক্ষমের সামান্য অংশগ্রহণের সদিচ্ছায় সাইজে ক্ষুদ্র হলেও বিষয়বস্তুর বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ আপনাদের খিদমতে পেশ করা হল।

বইটি পাঠ করে একজন পাঠকের অন্তরেও যদি গাজওয়াতুল হিন্দের এই মহান কাফেলায় অংশগ্রহণের বাস্তব এবং কার্যকরি ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গাজওয়াতুল হিন্দের সৈনিক হয়ে নবীউস সাইফ ও নবীউল মালাহিমের বরকতময় ভবিষ্যদ্বাণীকে বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমিন! ইয়া রাক্বাশ-গুহাদা-ই ওয়াল মুজাহিদীন।

মোল্লা আবু খাওলা বাংলাদেশী

৫ জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী



পূর্ব কথা

মদীনাতে হিজরতের পরে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। ইসলামের বাহিনী সজ্জিত হতে লাগলো। সর্বদিকে আক্রমণের ধারাবাহিকতা শুরু হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় গাজওয়াসমূহের ফলাফলস্বরূপ গোটা আরবের বড় একটি অংশ ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খেলাফতে রাশেদা ও খেলাফতে বনু উমাইয়ার সময়ে মুজাহিদ বাহিনী আরবের সীমানা ছাড়িয়ে আজমে প্রবেশ করে। ইতিহাস সাক্ষী- সাইয়্যিদিনা হজরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর যুগে মূর্তিপূজারী হিন্দুস্তানে সর্বপ্রথম হামলা হয়েছিল।

তারপরে মুসলিম বিজেতাগণ হিন্দুস্তানে একের পর এক এ পরিমাণ আক্রমণ করেছেন, এই হিন্দুস্তান ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এবং এখানে মুসলিম শাসকগণ আটশত (অল্প কম-বেশি) বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। কিন্তু যখন মুসলমান তরবারির সূনাতকে ভুলে বাদ্যযন্ত্রের সুরমুর্ছনায় মত্ত হয়; ধীরে ধীরে হিন্দুস্তান তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অতঃপর জিহাদ ত্যাগ করা এবং তাওহীদ ও সূনাতের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা, ইহুদি-খ্রিস্টানদের অনুসরণ এবং তাদের রীতি-নীতির অনুকরণ মুসলমানদেরকে পুনরায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর আজকের লাঞ্ছনা ও দুর্গতিতো সকলের সামনেই। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা “গাজওয়াতুল হিন্দ আল্লাহ প্রদত্ত একটি বরকতময় ভবিষ্যদ্বাণী” মুহতারাম প্রফেসর ড. ইসমাতুল্লাহ সাহেবের ঈমানদীপ্ত একটি রচনা। যাতে তিনি হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে সংঘটিত জিহাদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদিস থেকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন এবং এ কথা সুস্পষ্ট করেছেন, খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যতগুলো হামলা হবে, তাতে অংশগ্রহণকারীগণকে গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণ হিসেবেই গণ্য করা হবে এবং তারা নববী সুসংবাদের অংশীদার হবেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন এই পুস্তিকার মাধ্যমে গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে সকল শ্রেণির পাঠকের সর্বপ্রকার সংশয়-সন্দেহ দূর করে দেন এবং আমাদেরকে এই মহা সুসংবাদের অংশীদার হওয়ার তাওফিক দান করেন। যে মহা সুসংবাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সাহাবী হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু নিজের সর্বস্ব কুরবানী করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। আমিন, হুম্মা আমিন।

শুভেচ্ছান্তে

সাইফুল্লাহ খালিদ

স্বত্বাধিকারী, দারুল উন্দুলুস, লাহোর, পাকিস্তান।



প্রথম পরিচ্ছেদ
গাজওয়াতুল হিন্দ
আল্লাহ প্রদত্ত একটি বরকতময় ভবিষ্যদ্বাণী

গাজওয়াতুল হিন্দ ইসলামী ইতিহাসের একটি আলোকিত অধ্যায়। এর সূচনা হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদিনের সোনালী যুগে। বর্তমানেও তা চলমান এবং ভবিষ্যতে আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন, কতো দিন চলবে। দীনের মৌলিক বিষয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে তার বাস্তবতা হলো এই, একদিক থেকে এই গাজওয়াতুল হিন্দ নববী গাজওয়া ও সারিয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

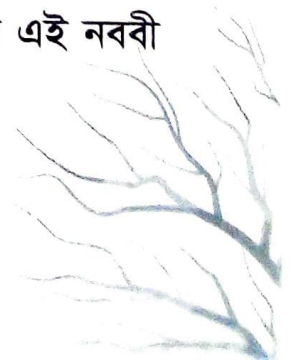
আমাদের দৃষ্টিতে নববী গাজওয়াসমূহ সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে প্রধানত দুই প্রকার।

১. অতীতে সংঘটিত কিংবা বাস্তবায়িত গাজওয়াসমূহ!

অর্থাৎ ঐ সকল যুদ্ধ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়ে গেছে। সীরাত গবেষক এবং মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষায় এ যুদ্ধসমূহ দুই প্রকার।

ক. গাজওয়াহ! অর্থাৎ ঐ সকল যুদ্ধ যেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুদ্ধে মুজাহিদ সাহাবীদের কমান্ড এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন। সংখ্যার দিক থেকে তা আনুমানিক ২৭টি।

খ. সারিয়া! মুহাদ্দিসীন এবং সীরাত গবেষকদের পরিভাষায় ঐ সকল জিহাদী কার্যক্রম যেগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেননি। তবে কোন সাহাবীকে নেতৃত্বের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাকে সারিয়া বলা হয়। হাদিস ও সীরাতের কিতাবে এই নববী



গাজওয়া ও সারিয়ার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। যুগ বা কালের দিক থেকে এই উভয় প্রকারই অতীতে সংঘটিত গাজওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

২. ভবিষ্যদ্বাণীকৃত গাজওয়াসমূহ!

এর একটি উপমা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন; কিয়ামতের পূর্বে তোমরা ছোট চোখ, লালবর্ণের, সমতল নাকবিশিষ্ট তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের চেহারা সম্ভবত চিনে ফেলেছো। ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ তোমরা এমন জাতির সাথে যুদ্ধ না করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।”^১

ভবিষ্যদ্বাণীকৃত গাজওয়ার আরও একটি উপমা হলো, ইস্তাম্বুল সম্পর্কে নববী ভবিষ্যদ্বাণী যা হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের পূর্বে এই ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হবে, যে রোমকরা আ‘মাক কিংবা দাবাকের সন্নিহিতে অবতরণ করবে। তখন তাদের সাথে জিহাদ করার জন্য পৃথিবীর সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ লোকদের একটি বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হবে। যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার পরে রোমকরা বলবে, আমাদের মুকাবিলার জন্য ঐ লোকদেরকে একটু সামনে যেতে দাও, যারা আমাদের মধ্য থেকে তোমাদের হাতে বন্দি হয়েছে এবং মুসলমান হয়ে তোমাদের সঙ্গে মিশে গেছে, আমরা তাদেরকে অবশ্যই দেখে নেবো। মুসলমানরা তাদের প্রতিউত্তরে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের সাথে লড়াইয়ে একাকী ছাড়তে পারি না। তারপরে যুদ্ধ হবে। যাতে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম পরাজিত হয়ে পিছু হটবে। আল্লাহ তা‘আলা এমন লোকদের তাওবা কখনও কবুল করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ লড়াই করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। এসকল লোক আল্লাহ তা‘আলার নিকট সর্বোত্তম শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ মুসলিমকে আল্লাহ তা‘আলা বিজয় দিয়ে সম্মানিত করবেন। তাদেরকে

^১ সহিহ বুখারী : হাদিস নং ২৯২৮, সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ২৯১২

ভবিষ্যতের কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে না। এ লোকেরা ইস্তাম্বুল বিজয় করবে।”^২

কাফিরদের বিরুদ্ধে নববী গাজওয়াসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা পোষণ করতেন। আর এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ঈমানের চাওয়া এবং প্রকৃত নবীপ্রেমের নিদর্শন। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগের পরে যখন তাঁর নেতৃত্বে জিহাদের সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ নাই, তাই সালফে সালেহীনগণ এমন সুযোগের সন্ধানে থাকতেন, অন্তত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য যেন অবশ্যই অর্জন করা যায়।

এ সম্পর্কে অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘটনা হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর খালাতো ভাই প্রসিদ্ধ তাবেঈ কমান্ডার হজরত মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান রহ.-এর সম্পর্কে হাদিসের কিতাব ও ইতিহাসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। “হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার আল-খাশ‘আমী রহ. তাঁর পিতা হজরত বাশার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এক হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “ইস্তাম্বুল শহর অবশ্যই বিজয় হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ী বাহিনীর আমির হবে উত্তম আমির এবং এই বাহিনীর মুজাহিদগণ হবে উত্তম বাহিনী। এই হাদিস যখন হজরত মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক অবগত হলেন তখন তিনি বর্ণনাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে বাশার রহ.কে ডেকে পাঠালেন। হজরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তিনি আমার কাছ থেকে এই হাদিস শোনার পরে ইস্তাম্বুল আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।”^৩

^২ মুসলিম : হাদিস নং ২৮৯৭; এই হাদিসটি মুহাদ্দিসীনদের নিকট হাদিসে আ‘মাক নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এই হাদিসে আ‘মাক এবং দাবাক, যা বর্তমানে সিরিয়ার হালাবের সন্নিকটে অবস্থিত এমন দু’টি স্থানের আলোচনা রয়েছে; যেখানে কিয়ামতের পূর্বে মালহামাতুল আ‘মাক তথা আ‘মাকের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যে যুদ্ধে ক্রুসেডার খ্রিস্টান এবং ইসলামের মুজাহিদদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। হজরত হুজাইফা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিস অনুসারে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম শহীদ বলে গণ্য হবে।

^৩ [মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ১৮৯৫]

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসে ইমাম বাইহাকী রহ. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর যে উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, তাতে হজরত ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী রহ.-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যখন তিনি এই হাদিস শুনেছেন তখন ইবনে দাউদের নিকট এই আকাজ্জা প্রকাশ করেছেন, “হায়! আমার যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদে অতিবাহিত গোটা জীবনের বিনিময়ে হলেও হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে নববী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ জিহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ হতো।”^৪

ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী রহ.-এর এই আশ্রয়ের কারণ ও তার গুরুত্বের পরিমাণের প্রশংসা- হজরত ফুয়াইল ইবনে আয়ায রহ.-এর ঐ স্বপ্নের দ্বারা করা যায়, যা ইমাম যাহাবী রহ. সিয়াকু আ'লামিন নুবালাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, “নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিস চলছে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসএকটি স্থান খালি। আমি তখন এমন সুযোগকে দুর্লভ ও গনিমত মনে করে সেখানে বসার চেষ্টা করলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে নিষেধ করলেন, যে এই বসার স্থানটি খালি নয়, বরং আবু ইসহাক ফাজারীর জন্য নির্ধারিত।”^৫

^৪ সুন্নাতে কুবরা : ৯/১৭৬

^৫ সিয়াকু আ'লামিন নুবালা : ৮/৫৭২-৫৭৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে নববী ভবিষ্যদ্বাণী

গাজওয়াতুল হিন্দ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীকৃত গাজওয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ফজিলত সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত রয়েছে। আহলে ইলমগণ এ হাদিসসমূহের আলোচনা তাদের বিভিন্ন রচনা ও বয়ান-বক্তৃতায় অবশ্যই করে থাকেন। কিন্তু তা সাধারণত কোন রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি ছাড়াই। তবে আমরা হাদিসের অসংখ্য মূল কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে এ সংক্রান্ত প্রায় সকল হাদিস একত্রিত ও বিন্যস্ত করে হাদিসসমূহের সহী ও যঈফের মান নির্ণয় করতে আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। অতঃপর এই নববী বাণীসমূহের অর্থ ও মর্মের উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং এগুলো থেকে অর্জিত ফলাফল ও ইশারা এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থানান্তর করেছি। এখন আমরা আমাদের পরিশ্রমের ফসল সকল মুসলমানের খিদমতে উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করছি।

আমাদের জানামতে, এমন হাদিসের সংখ্যা পাঁচটি। যেগুলোর বর্ণনাকারী বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু [যার থেকে দু'টি হাদিস বর্ণিত], হজরত সাওবান এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন এবং তাবে-তাবেঈনদের মধ্যে হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর রহ. প্রমুখ। নিম্নে আমরা এই হাদিসসমূহ উল্লেখ করব, অতঃপর এগুলোর ইলমী উৎস ঐ সকল হাদিসের কিতাব ও মুহাদ্দিসীনদের উদ্ধৃতি থেকে উল্লেখ করবো, যারা এগুলো আলোচনা করেছেন। অতঃপর এগুলো থেকে নির্ণয়কৃত শরয়ী বিধান, ফায়দা এবং শিক্ষা বর্ণনা করব ইন শা আল্লাহ।

১. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর প্রথম হাদিস

সর্বপ্রথম হাদিস আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, এই উম্মতের মাঝে সিন্দ এবং হিন্দের দিকে বাহিনী রওয়ানা হবে। আমার যদি এমন কোন বাহিনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় এবং

আমি তাতে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যাই তাহলে ঠিক আছে। আর যদি ফেরত আসি তাহলে আমি একজন মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। যাকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।”^৬

এই বাক্যের সাথে এই হাদিসটি শুধুমাত্র ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর রহ. তাঁর উদ্ধৃতিতেই “আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া”তে বর্ণনা করেছেন।^৭

কাজী আহমাদ শাকের মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই হাদিসকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।^৮

ইমাম নাসাঈ রহ. তার কিতাব “আস-সুনানুল মুজতবা” ও “আস-সুনানুল কুবরা” উভয়টিতে নিম্নের বাক্যের সাথে বর্ণনা করেছেন।

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে গাজওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার জীবন ও সম্পদ তাতে খরচ করবো। আর যদি নিহত হয়ে যাই তাহলে আমি সর্বোত্তম শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবো। আর যদি ফেরত আসি তাহলে এক মুক্ত আবু হুরাইরা হবো।”^৯

ইমাম বাইহাকী রহ.ও “আস-সুনানুল কুবরা”তে এই বাক্যের সাথেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় আরেকটু অতিরিক্ত বাক্যও রয়েছে। মুসাদ্দাদ ইবনে দাউদের উদ্ধৃতিতে ইমাম আবু ইসহাক ফাজারী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ রহ. মুহাদিসে শাম এবং মুজাহিদ আলেম, মৃত্যু ১৮৮ হি.-এর সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বলতেন, “আমার ইচ্ছা হলো, হায়! আমি যদি ঐ সকল গাজওয়াসমূহের পরিবর্তে যা আমি রোম দেশে লড়েছি, মারবদ অর্থাৎ আরব থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত পূর্ব দিকের কোন অঞ্চলে সংঘটিত গাজওয়াসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারতাম।”^{১০}

^৬ মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ৮৮২৩

^৭ আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া : গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায় : ৬/৩২২

^৮ মুসনাদে আহমাদ : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, কাজী আহমাদ শাকের : ১৭/১৭ হাদিস নং ৯০৮৮

^৯ আস-সুনানুল মুজতবা : ৬/২৪ কিতাবুল জিহাদ, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়। আস-সুনানুল কুবরা লিল নাসাঈ : ৩/২৮ গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়।

^{১০} আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী : ৯/১৭৬

ইমাম বাইহাকী রহ. এই বর্ণনা “দালায়েলুন নবুওয়াত”-এর মধ্যেও উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর উদ্ধৃতিতে ইমাম সুয়ুতী রহ. “আল-খাসায়িসুল কুবরা”তে বর্ণনা করেছেন।^{১১}

এই হাদিসটি নিম্নের মুহাদ্দিসীনগণও সামান্য বাক্যগত পার্থক্যের সাথে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. মুসনাদে “যদি আমি তাতে শহীদ হই তাহলে আমি হবো উত্তম শহীদ” বাক্যের সাথে এনেছেন। শাইখ আহমাদ শাকের রহ. এই হাদিসের সনদকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন।^{১২}

ইমাম আহমাদ রহ.-এর সনদে ইবনে কাসীর রহ. তা “আল-বেদায়া ওয়ন-নেহায়া”তে উল্লেখ করেছেন।^{১৩}

আবু নাজিম ইস্পাহানী রহ. হিলইয়াতুল আওলিয়াতে এনেছেন।^{১৪}

ইমাম হাকেম রহ. “আল-মুসতাদরিক আলাস সহিহাইন” এ বর্ণনা করে হাদিসের মানের ব্যাপারে চুপ রয়েছেন। যেখানে ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর তালখিসে মুসতাদরিক থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।^{১৫}

সঈদ ইবনে মানসুর রহ. তার কিতাব “আস-সুনান” এর মধ্যে এনেছেন।^{১৬}

খতীবে বাগদাদী রহ. “তারীখে বাগদাদ” গ্রন্থে “আমি তাতে নিজেকে নিজে বিলিয়ে দেবো।” বাক্যের সাথে এনেছেন।^{১৭}

ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ নাজিম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার “আল-ফিতান” গ্রন্থে এনেছেন।^{১৮}

ইবনে আবি আসেম রহ. তার “আল-জিহাদ” গ্রন্থে “নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে গাজওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা করেছেন। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি যদি তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার জীবন ও সম্পদ তাতে খরচ করবো। আর যদি নিহত হয়ে যাই তাহলে আমি সর্বোত্তম

^{১১} [আল-খাসায়িসুল কুবরা লিস-সুয়ুতী : ২/১৯০]

^{১২} মুসনাদে আহমাদ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ : আহমাদ শাকের রহ. : ১২/৯৭ হাদিস নং ৭১২৮

^{১৩} মুসনাদে আহমাদ : ২/২২৯, মুসনাদে আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু, হাদিস নং ১৩৭৬; আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায় : ৬/২২৩

^{১৪} হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭/৩১৬-৩১৭

^{১৫} আল-মুসতাদরিক আলাস সহিহাইন : ৩/৪১৫, হাদিস নং ৭৭১৬

^{১৬} আস-সুনানু লি সাঈদ ইবনে মানসুর : ২/৮৭১; হাদিস নং ৪৭৩২

^{১৭} তারীখে বাগদাদ : ১০/৫৪১

^{১৮} আল-ফিতান : গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪ হাদিস নং ৭৩২১

শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবো।” বাক্যের সাথে এনেছেন। তার সনদ হাসান বলেছেন।^{১৯}

ইবনে আবি হাতেম রহ. তার “আল-ইলাল” গ্রন্থে “আমি যদি তাতে নিহত হই তাহলে রিজিকপ্রাপ্ত জীবিত হবো, অর্থাৎ শহীদ হবো। আর ফিরে আসি তাহলে মুক্ত।” বাক্যসহ এনেছেন।^{২০}

এ ছাড়াও হাদিসের সনদ বিশেষজ্ঞগণ থেকে ইমাম বুখারী রহ. “আত-তারিখুল কুবরা” গ্রন্থে এনেছেন।^{২১}

ইমাম মযী “তাহযিবুল কামাল” গ্রন্থে এনেছেন।^{২২}

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. “তাহযিবুত তাহযিব” গ্রন্থে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন।^{২৩}

২. হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস

“হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মাঝে দু’টি দল এমন হবে, যাদেরকে আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন। একদল হলো যারা হিন্দুস্তানে অভিযান চালাবে। আর অপর দল হলো যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গী হবে।”^{২৪}

একই বাক্যের সাথে এই হাদিসটি নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ রহ. তার মুসনাদে।^{২৫}

ইমাম নাসাঈ রহ. তার আস-সুনানুল মুজতবাতে। শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহ. এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।^{২৬}

এমনিভাবে আস-সুনানুল কুবরাতেও রয়েছে।^{২৭}

^{১৯} আল-জিহাদ: গাজওয়াতুল বাহার অধ্যায় : ২/৮৬৬ হাদিস নং ১৯২

^{২০} আল-ইলাল : ১/৪৩৩

^{২১} আত-তারিখুল কুবরা : ২/৩৪২

^{২২} তাহযিবুল কামাল : ৪/৪৯৪

^{২৩} তাহযিবুত তাহযিব : ২/২৫

^{২৪} সুনানে নাসাঈ : হাদিস নং ৩১৭৫, মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২২৩৯৬

^{২৫} মুসনাদে আহমাদ : ৫/৮৭২, হাদিসে সাওবান নং ২৬৩১৬

^{২৬} আস-সুনানুল মুজতবা লিন-নাসাঈ; ৬/৩৪ কিতাবুল জিহাদ, গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৭১৩; সহিহ সুনানে-নাসাঈ; ২/৭৬৬ হাদিস নং ৫৭৫২

^{২৭} আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ : ৩/৭২ গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭৭৩

ইমাম ইবনে আবি আসেম রহ. তার কিতাবুল জিহাদে হাসান সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।^{২৮}

ইবনে আদি রহ. আল-কামিলু ফিদ-দু'আফাউররিজালে।^{২৯}

ইমাম তাবরানী রহ. তার আল-মু'জামুল আওসাতে।^{৩০}

ইমাম বাইহাকী রহ. তার আস-সুনানুল কুবরতে।^{৩১}

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়াতে।^{৩২}

ইমাম দায়লামী রহ. তার মুসনাদুল ফিরদাউসে।^{৩৩}

ইমাম সুযুতী রহ. তার আল জামিউল কাবীরে এবং ইমাম মানাবী রহ. আল জামিউল কাবীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাইয়ুল কাদীরে।^{৩৪}

ইমাম বুখারী রহ. তার আত-তারিখুল কুবরাতে।^{৩৫}

ইমাম মযী রহ. তার তাহযিবুল কামালে।^{৩৬}

ইবনে আসাকির রহ. তার তারিখে দামেশকে।^{৩৭}

৩. হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় হাদিস

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনা করলেন এবং বললেন, “অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদরা হিন্দু শাসকদেরকে ডাঙাবেড়ি পড়িয়ে বন্দি করে নিয়ে আসবে। এই মহান জিহাদের বরকতে ঐ মুজাহিদদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর যখন সেই বিজয়ী মুসলিমরা ফিরে আসবে তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সিরিয়াতে পাবে। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার

^{২৮} আল-জিহাদ: গাজওয়াতুল বাহার অধ্যায়; ২/৫৬৬ হাদিস নং ৭২২

^{২৯} আল-কামিলু ফিদ-দু'আফাউররিজাল; ২/১৬১

^{৩০} আল-মু'জামুল আওসাৎ; ৭/৩২-৪২, হাদিস নং ১৪৭২

^{৩১} আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৯/৬৭, কিতাবুস-সিয়ার, হিন্দুস্তানের কিতাল অধ্যায়

^{৩২} আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া; ৬/৩২২

^{৩৩} আল-ফিরদাউস; ৩/৭৪, হাদিস নং ৪২১৪

^{৩৪} আল জামিউল কাবীর মা'আ শরহি ফাইয়ুল কাদীর : ৪/৭১৩

^{৩৫} আত-তারিখুল কুবরা : ৬/২৭

^{৩৬} তাহযিবুল কামাল : ৩৩/১৫১

^{৩৭} তারিখে দামেশক : ২৫/৭৪২

নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হয়ে ফিরে আসবো। যে সিরিয়াতে এমন মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে, সে সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে পাবে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, যে আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, যে আমি আপনার সাহাবী। (বর্ণনাকারী বলেন) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু একথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হাসি দিয়ে বললেন, অনেক কঠিন।” এই হাদিসটি নঈম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন।^{৩৮}

ইসহাক ইবনে রাহবিয়া রহ.ও তার মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনায় কিছুটা সংযোজন রয়েছে। তাই তার বর্ণনাটিও আমরা নিম্নে ছবছ উল্লেখ করে দিচ্ছি।

“হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদরা হিন্দুদের শাসকদেরকে ডাঙাবেড়ি পড়িয়ে বন্দি করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুজাহিদকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর যখন তারা ফিরে আসবে, তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সিরিয়াতে পাবে। হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই, তাহলে আমি আমার নতুন ও পুরাতন সকল সম্পদ বিক্রি করে দেবো এবং তাতে অংশগ্রহণ করবো। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন এবং আমি ফিরে আসবো, তখন আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হয়ে ফিরে আসবো। সিরিয়াতে যখন আসবো সেখানে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করবো। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময় আমার একান্ত ইচ্ছে হলো, আমি তাঁর নিকট পৌঁছে তাঁকে বলবো, আমার আপনার পবিত্র

^{৩৮} আল-ফিতান; গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪-৯১৪ পৃষ্ঠা

সংশ্রবের সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন) যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর একথা শুনে মুচকি হাসলেন।”^{৩৯}

৪. হজরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস!

এটা হজরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস। তিনি বলেন, “বাইতুল মুকাদ্দাসের এক বাদশাহ হিন্দুস্তানের দিকে একটি বাহিনী পাঠাবে। মুজাহিদগণ হিন্দুস্তানের ভূমিকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাদের কোষাগাড় ও ধনভাণ্ডারের উপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর ঐ বাদশাহ সেই ধনভাণ্ডারকে বাইতুল মুকাদ্দাসের সংস্কার ও সৌন্দর্যের কাজে ব্যয় করবে। সেই বাহিনী হিন্দুস্তানের শাসকদেরকে ডাঙাবেড়ি পড়িয়ে ঐ বাদশাহর সামনে উপস্থিত করবে। তার মুজাহিদগণ বাদশাহর নির্দেশে পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানের গোটা ভূখণ্ড বিজয় করে নেবে এবং দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে অবস্থান করবে।” এই বর্ণনাটি ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ নাজিম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে হজরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করার বর্ণনাকারীর নাম নাই। এজন্য এই হাদিসটি বিচ্ছিন্ন হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।^{৪০}

৫. হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস

পঞ্চম হাদিস হজরত সাফওয়ান ইবনে আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এবং হুকুমের দিক থেকে মারফু' দরজার অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, তাকে কিছু লোকে বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের কিছু লোক হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মুজাহিদদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদরা হিন্দুদের শাসকদেরকে ডাঙাবেড়ি পড়া অবস্থায় পাবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুজাহিদদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। যখন তারা সিরিয়াতে ফিরে আসবে, তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সেখানে পাবে।” এই হাদিসটি নাজিম ইবনে হাম্মাদ রহ. তার কিতাবুল ফিতানে বর্ণনা করেছেন।^{৪১}

^{৩৯} মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহবিয়া; ১/২৬৪, হাদিস নং ৭৩৫

^{৪০} আল-ফিতান; গাজওয়াতুল হিন্দ অধ্যায়, ১/৯০৪, হাদিস নং ৩৫২১

^{৪১} আল-ফিতান; ১/৯৯৩-১০৪ পৃষ্ঠা,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গাজওয়াতুল হিন্দের হাদিসসমূহ থেকে উদ্ভাবিত শিক্ষা ও ইঙ্গিতসমূহ এই পঞ্চম হাদিস যার মূল বক্তব্য আমরা সহিহ ও জঈফ হওয়ার দিক থেকে এবং ইলমে হাদিসে এর অবস্থান পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যেগুলোতে সত্য ভবিষ্যদ্বাণী, উচ্চতর ইলমী সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুস্পষ্ট ইশারা বিদ্যমান। যেগুলোতে সাধারণ মুসলমানদের জন্যে স্বাভাবিকভাবে এবং উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে বিশেষভাবে খোশখবরি ও সুসংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই খোশখবরি ও সুসংবাদের মজা ও স্বাদ ঐ লোকই পুরোপুরি অনুভব করতে পারবে, যাকে আল্লাহ তা‘আলা কোনোভাবে এই পবিত্র গাজওয়াতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন। নিম্নে আমরা ঐ ইশারা ও ইঙ্গিতসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করবো যা এ সকল হাদিস থেকে বের করা হয়েছে।

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের প্রথম শর্ত

উপরোক্ত হাদিসসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের বর্ণনা রয়েছে। যা হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর “আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন।” বাক্য দ্বারা বুঝা যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহাব্বত ঈমানের প্রথম দাবি, প্রমাণ, আলামত ও ফল। শুধু মুহাব্বতই যথেষ্ট নয়; বরং এমন আন্তরিক মুহাব্বত হওয়া উচিত, একজন মুমিনের দৃষ্টিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা গোটা পৃথিবীর সবকিছু থেকে এমনকি তার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে যাবে। এই বিষয়টিই হজরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান ও অন্যান্য সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় না হবো।”^{৪২}

^{৪২} [সহিহ বুখারী; কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ১৫]

যাহরা ইবনে মা'বাদ রহ. বলেন, তিনি তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে শুনেছেন, “আমরা একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা ছিলাম, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর হাত ধরে রেখেছিলেন। আর হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আমার নিকট সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয়, শুধু আমার জীবন ব্যতীত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, না উমর! ঐ সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার জীবন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় না হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। অতঃপর হজরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন আপনি আমার নিকট আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। এ কথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ! এখন ঠিক আছে উমর।^{৪৩}

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের আন্তরিক মুহাব্বত

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের মুহাব্বত ও ভালবাসার চিত্রও ফুটে উঠেছে। যাতে বুঝা যায়, যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কি পরিমাণ আন্তরিকতা ও সীমাহীন মুহাব্বত ছিল এবং তারা উক্ত মুহাব্বত ও সম্পর্কের উপর গর্ববোধ করতেন এবং তাদের পরস্পরের কথাবার্তায়, বিশেষ করে হাদিস বর্ণনা করার সময় এই আন্তরিক সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে আনন্দিত হতেন। আর এটা শুধুমাত্র নিছক মুখের দাবিই ছিল না, বরং তাদের গোটা জীবনে বাস্তবেই এই মুহাব্বত ও ভালোবাসা দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী যখন হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় এই আন্তরিক মুহাব্বত ও ভালোবাসার নমুনা দেখল, তখন সেও এর বাস্তবতার স্বীকারোক্তি দেওয়া ব্যতীত থাকতে পারেনি। “মুহাম্মাদ

^{৪৩} সহিহ বুখারী; হাদিস নং ৬৬৩২



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে-সঙ্গীরা তাকে যেভাবে মুহাক্কত করে, তা পৃথিবীর কোন রাজা-বাদশাহর দরবারেও দেখা যায় না।”^{৪৪}

৩. সাহাবায়ে কেরামদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস

উপরোক্ত হাদিসসমূহের মধ্যে এটাও দৃষ্টিগোচর হয়, সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি সংবাদের সত্যতার ব্যাপারে সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। চাই সেটা অতীতের ব্যাপারে হোক আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে হোক। চাই তার উৎস আল্লাহ তা‘আলার ওহী হোক কিংবা অন্য কিছু। আর এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ শুধুমাত্র বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তা ধ্রুব সত্য ও চরম বাস্তব বলে বিশ্বাস করে নিজেদের অন্তরে এমন আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করতেন, তিনি যেন তাঁকে উক্ত গাজওয়াতুল হিন্দে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন।

৪. সিন্দের অস্তিত্ব

হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর হাদিস এ কথার প্রমাণ, যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই এমন ভূখণ্ড পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল, যাকে সিন্দ (সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তান) নামে জানতো।

৫. হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব

এমনিভাবে এই হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, নববী যুগে পৃথিবীর বুকে এমন একটি দেশও বিদ্যমান ছিল, যাকে “হিন্দ” বলা হতো।

৬. সিন্দ আরবের পাশে এবং তার উপর আক্রমণ হবে গাজওয়াতুল হিন্দেরও পূর্বে

ঐ হাদিস যে হাদিসে গাজওয়ায়ে সিন্দ এবং গাজওয়াতুল হিন্দের আলোচনা এসেছে, তাতে এটাও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যে সিন্দের অঞ্চল আরবের পাশে অবস্থিত এবং গাজওয়ায়ে সিন্দ গাজওয়াতুল হিন্দের পূর্বে সংঘটিত হবে।

^{৪৪} আর-রাহীকুল মাখতুম

৭. সিন্দ এবং হিন্দ উভয়টির উপর কাফিরদের দখলদারিত্ব

এটাও প্রমাণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের যুগে সিন্দ এবং হিন্দ এমন দু'টি ভূখণ্ডরূপে পরিচিত ছিল, যার উপর কাফিরদের কর্তৃত্ব ও দখলদারিত্ব ছিল এবং নববী যুগের পরেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা অবশিষ্ট ছিল। যেখানে হিন্দুস্তানের উপর আরও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের দখলদারিত্ব অবশিষ্ট থাকার সম্ভবনা রয়েছে।

৮. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল হক সম্পর্কে অবগত ছিলেন

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটাও বুঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হকসমূহ সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং জানতেন। চাই সেটা আল্লাহ তা'আলার ওহীর মাধ্যমে হোক অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে হোক কিংবা উভয়টির মাধ্যমেই হোক। এটাও হতে পারে, যে নিজস্ব গোয়েন্দা এবং গোপন ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। কেননা গাজওয়াগুলোতে তিনি এই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যদিও প্রথম দু'টি সম্ভবনাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। তবে তৃতীয় সম্ভবনাটিও অসম্ভব নয়। কিন্তু এর জন্য আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই।

৯. সিন্দ ও হিন্দের ইতিহাস

উপরোক্ত হাদিসসমূহে এই উভয় দেশ অর্থাৎ সিন্দ এবং হিন্দে ভবিষ্যতে সংঘটিত অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। সাথে সাথে এটার ইঙ্গিতও বিদ্যমান, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পরবর্তী যুগে মুসলমানগণ এই দেশগুলোর অর্থাৎ সিন্দ এবং হিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

১০. অদৃশ্য সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী

সিন্দ এবং হিন্দের দিকে মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হওয়া এবং জিহাদ করা অতঃপর পরিপূর্ণ বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান উপরোক্ত হাদিসসমূহে দূর ভবিষ্যতের সংবাদ এবং ভবিষ্যদ্বাণীও বিদ্যমান।

১১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী আজ এক বাস্তবতার রূপ নিয়েছে। খেলাফতে রাশেদা এবং তারপরে খেলাফতে উমাইয়া ও খেলাফতে আব্বাসিয়ার যুগে গাজওয়াতুল হিন্দের সূচনা হয়েছে এবং তারপরে হিন্দুস্তানের উপর ইংরেজদের রাজত্বের প্রাক্কালেও এই জিহাদ অব্যাহত ছিল এবং আজ হিন্দুস্তান বিভক্ত হওয়ার পরেও অব্যাহত রয়েছে এবং ইন শা আল্লাহ ঐ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যেদিন মুজাহিদগণ হিন্দুস্তানের ভূমি থেকে কাফিরদের ক্ষমতা ও রাজত্ব খতম করে তাদের শাসকদেরকে ডাঙাবেড়ি পড়িয়ে বন্দি করে খলিফাতুল মুসলিমিনের সম্মুখে উপস্থিত করবে। তন্মধ্য হতে কোন কোন ঘটনা হাদিস অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া নবীজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যায়নের দলিল।

১২. বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে পাওয়া এবং মসজিদে আকসা মুক্ত হওয়ার সুসংবাদ

উপরোক্ত হাদিসসমূহে গাজওয়াতুল হিন্দ ও বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয়, উভয় ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের মুসলিম শাসক একটি বাহিনী প্রেরণ করবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিন্দুস্তানে বিজয় দান করবেন। এতে গোষ্ঠা মুসলিম উম্মাহর জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত হওয়া এবং মসজিদে আকসা পুনরায় ফিরে পাওয়ার মহা সুসংবাদ রয়েছে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীও বিদ্যমান, এই গাজওয়ার সময়ে হিন্দুস্তানের মুজাহিদদের মাঝে এবং ফিলিস্তিনের মুজাহিদদের মাঝে কঠিন যোগাযোগ এবং পরস্পর সহযোগিতা চালু থাকবে। এখান থেকে এই বাস্তবতা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, হিন্দুস্তানের মূর্তিপূজারী এবং মি'রাজের পবিত্র ভূমি জবরদখলকারী অভিশপ্ত ইহুদি উভয়ে মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত ও নিকৃষ্ট দূশমন। তাদেরকে হিন্দুস্তান ও ফিলিস্তিনের মুসলিম অঞ্চলসমূহ থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব।



১৩. জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে

উপরোক্ত হাদিসসমূহে গাজওয়া এবং জিহাদকে কোন বিশেষ যুগ এবং সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। যা এ কথা প্রমাণ করে, জিহাদ শেষ যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এমনকি সাইয়েদিনা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং এ কথা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, বড় দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি।

১৪. জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক উভয় প্রকারই হতে পারে

উপরোক্ত পাঁচটি হাদিস এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, গাজওয়াতুল হিন্দের জিহাদ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না। বরং আক্রমণাত্মক ও অগ্রসরমাণও হবে এবং দারুল কুফরের ভেতর প্রবেশ করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। গাজওয়া এবং বা'স উভয় বাক্যই এই অধ্যায়ে সুস্পষ্ট। গাজওয়ার আভিধানিক অর্থ “আক্রমণাত্মক যুদ্ধ”। যুদ্ধ দু’ ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, দাওয়াতী ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, অর্থাৎ গাজওয়ায়ে ফিকরি বা চিন্তাগত যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, অস্ত্র ও সামরিক যুদ্ধ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় প্রকার যুদ্ধই উদ্দেশ্য। এই উভয় প্রকার জিহাদ পূর্বেও সংঘটিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। তবে উপরোক্ত হাদিসসমূহে যে গাজওয়া এবং যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য অস্ত্র এবং সামরিক যুদ্ধ। ওয়াল্লাহু আ'লাম তথা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

১৫. শত্রুদের পরিচয়

উপরোক্ত হাদিসসমূহে ইসলাম এবং মুসলমানদের দুই নিকৃষ্ট শত্রুর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এক হলো মূর্তিপূজারী হিন্দু আর দ্বিতীয়ত হলো হিংসুক ও অভিশপ্ত ইহুদি। তার ব্যাখ্যা— নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাজওয়াতুল হিন্দ এবং সিন্দ উভয়টাই উল্লেখ করেছেন এবং সুস্পষ্টই এমন গাজওয়া শুধুমাত্র কাফিরদের বিরুদ্ধেই হতে পারে এবং আজ হিন্দুস্তানে বসবাসরত কাফির, মূর্তিপূজারী হিন্দুরা। আর হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু

আনহুর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাইয়েদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীরা দাজ্জাল এবং তার ইহুদি অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়বে। এমনিভাবে যেন একদিকে হাদিসে কুফর এবং ইসলামের শত্রুদের অধিকাংশের ভিত্তিতে ইহুদি ও হিন্দুদেরকে এক আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলিম ও মুজাহিদদের অধিকাংশের ভিত্তিতে হিন্দুস্তানের মুজাহিদ এবং সাইয়েদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদেরকে এক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৬. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে হিন্দুস্তানের আলোচনা

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে বুঝা যায়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ তাদের মজলিসসমূহে হিন্দুস্তানের আলোচনা করতেন এবং এই আলোচনা অধিকাংশ সময়ই হতো এবং জানা কথাই, এই আলোচনা শুধুমাত্র গাজওয়া নিয়েই হতো। কোন ব্যবসায়িক সফর কিংবা নিছক ঘুরাফেরার উদ্দেশ্যে নয়।

১৭. গাজওয়াতুল হিন্দ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ যেহেতু অধিকাংশ সময় গাজওয়াতুল হিন্দের আলোচনা করতেন। সুতরাং তা এ কথারই প্রমাণ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম এ সকল গাজওয়াসমূহে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন এবং এটাও সম্ভব, যে তারা এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তার জন্য কোন সূচনা কার্যক্রমও ঠিক করে গিয়েছেন এবং নিজের সাহাবাদেরকে এর উপর গুরুত্বারোপ করে গিয়েছেন।



১৮. গাজওয়াতুল হিন্দ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার

হাদিসে দু'টি শব্দ এসেছে। ১. আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে। ২. আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছে। অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন ভালো কাজের অঙ্গীকার। অঙ্গীকারের মধ্যে ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় অবশ্যই পাওয়া যায়। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে গাজওয়াতুল হিন্দের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় বিদ্যমান ছিলো এবং হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণের ইচ্ছা ছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই ইচ্ছা কখনো এক ব্যক্তির সামনে, কখনো ভরা মজলিসে অনেকের সামনে প্রকাশ করেছেন। যেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমান এ ব্যাপারে অবগত হয়ে যায়।

১৯. এটা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারও বটে

আবু আসেমের বর্ণনায় এই শব্দও এসেছে। “আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অঙ্গীকার করেছেন।” এই শব্দই প্রমাণ, এটা শুধুমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অঙ্গীকার নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারও বটে। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো তার অঙ্গীকারের ব্যতিক্রম করেন না।

“আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।”^{৪৫}

২০. যুদ্ধ-জিহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা

উপরোক্ত হাদিসসমূহে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

“হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু'শজনকে পরাস্ত করবে, আর যদি

তোমাদের মধ্যে একশ'জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজারজনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।”^{৪৬}

যুদ্ধ-জিহাদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা সাহাবায়ে কেরাম, তাবৈঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

২১. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিরোধ

এতে উম্মতের জন্য পথপ্রদর্শনও রয়েছে যে, পৃথিবীতে কাফির-মুশরিকদের বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শক্তি এবং স্বৈরাচারী কার্যক্রমের প্রতিরোধও যুদ্ধ-জিহাদের মাঝে নিহিত। এছাড়া এ সমস্যার অন্য কোন সমাধান নেই। আলোচনা, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা এবং কোন বন্ধু কিংবা নামে মাত্র সালিশের চেষ্টা কিংবা হস্তক্ষেপ সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছু নয়।

২২. গাজওয়াতুল হিন্দে সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত

উপরোক্ত হাদিসসমূহে গাজওয়াতুল হিন্দে সম্পদ ব্যয় করার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যদিও জিহাদের পথে সম্পদ খরচ করা অনেক উত্তম খরচ। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দে ব্যয় করার ফজিলত সাধারণত আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার চেয়ে অনেক বেশি। এই ফজিলতের কারণেই আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বারবার এই আকাজক্ষা ব্যক্ত করেছেন, “আমি যদি সেই গাজওয়া পেয়ে যাই তাহলে আমি আমার জীবন এবং নতুন-পুরাতন সকল সম্পদ তাতে ব্যয় করবো।”

২৩. গাজওয়াতুল হিন্দের শহীদদের ফজিলত

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে এটাও জানা যায়, এই গাজওয়াতে অংশগ্রহণকারী শহীদদেরও অনেক ফজিলত। কেননা তাদের সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “আফদালুশ-শুহাদা” এবং “খাইরুশ-শুহাদা” শব্দ বর্ণনা করেছেন।

২৪. হিন্দুস্তানের মুজাহিদদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ

উপরোক্ত হাদিসসমূহে ঐ সকল মুজাহিদদের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ এসেছে, যারা এই গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করবে এবং গাজী হয়ে ফিরে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি দলের কথা উল্লেখ করেছেন, “আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।” প্রথম দল সম্পর্কে এটাও সুস্পষ্ট করেছেন, “তারা হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।” হজরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহুর কথায়ও এটা প্রমাণিত হয়, “আমি যদি সেই গাজওয়া থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসি, তাহলে আমি এক মুক্ত আবু হুরাইরা হবো। যাকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন।”

২৫. শেষ যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ

উপরোক্ত হাদিসসমূহে এই সুসংবাদও বিদ্যমান, শেষ যুগে হজরত মাহদী আলাইহিস সালাম এবং সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামও পৃথিবীতে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ তা‘আলা হিন্দুস্তানের মুজাহিদদেরকে মহা বিজয় দান করবেন এবং তারা কাফিরদের নেতা এবং শাসকদেরকে গ্রেপ্তার করে কয়েদী বানাবে।

২৬. গনীমতের সম্পদের সুসংবাদ

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে গনীমতের সম্পদ দান করবেন।

২৭. সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাতের সুসংবাদ

উপরোক্ত হাদিসসমূহে একটি সুসংবাদ এটাও পাওয়া যায়, যে সকল মুজাহিদ এই পবিত্র গাজওয়ার শেষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা সাইয়্যিদিনা হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের বরকতময় সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে।

২৮. হিন্দুস্তান টুকরো টুকরো হবে

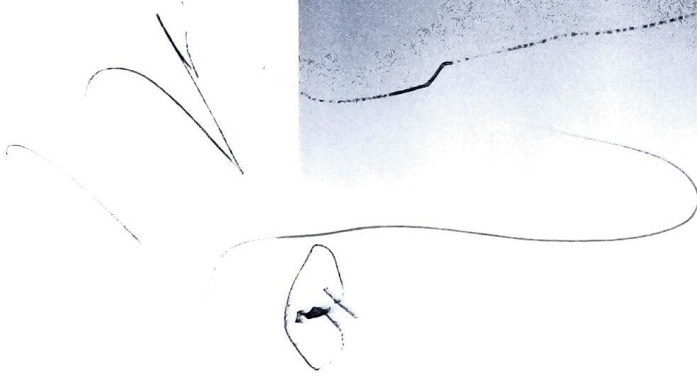
উপরোক্ত হাদিসসমূহে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হলো, এই গাজওয়ার পরিণামে হিন্দুস্তান টুকরো টুকরো হয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাবে। যার উপর একজন সম্মিলিত শাসকের পরিবর্তে একই সময়ে কয়েকজন শাসকই রাজত্ব করবে।

এছাড়াও আহলে ইলমগণ আরও অনেক সুসংবাদ উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে বের করেছেন। তবে আমরা উপরোক্ত হাদিসসমূহের তাখরিজ ও তার শিক্ষা এবং ইশারা-ইঙ্গিত নববী দিকনির্দেশনা সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞ পাঠকের খিদমতে উপস্থাপন করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই বরকতময় অভিযানে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য নসিব করুন। হাদিসে বর্ণিত “আফদালুশ-শুহাদা” এবং “খাইরুশ-শুহাদা”-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন। নাসরুম-মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।

জাগো বিপ্লবী বিদ্রোহী প্রাণ জাগো চির রণবীর
তোমরাই হবে সিপাহসালার নতুন শতাব্দীর।
জাগো হে নবীন কর মোর সাথে দীপ্ত অঙ্গিকার
তোমাদেরকেই পুনঃ নিতে হবে নয়া যামানার মহাভার।
যামানার সাথে বদলায় যারা তারা বড় অসহায়
তাহারাই মহামানব যাহারা যামানারে বদলায়।

[অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত ও সংযোজিত]





“হজরত সাওবান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মাঝে দু’টি দল এমন হবে, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন। একদল হলো যারা হিন্দুস্তানে অভিযান চালাবে। আর অপর দল হলো যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের সঙ্গী হবে।”

[সুনানে নাসাঈ : হাদিস নং ৩১৭৫, মুসনাদে আহমাদ : হাদিস নং ২২৩৯৬]

کار الامان ان دلتا